১৩.৭.৩ তেলেঙ্গানা আন্দোলন

স্বাধীনতা পূর্ব ভারতবর্ষে কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে সশস্ত্র আন্দোলন সব চেয়ে ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী ছিল হায়দরাবাদ রাজ্যের তেলেঙ্গানায়। ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের মধ্যভাগ

থেকে শুরু হয়ে এটি চলেছিল ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। তেলেগুভাষীদের নিয়ে ৯টি জেলা নিয়ে গঠিত ছিল তেলেঙ্গানা রাজ্য। নিজামশাহি ব্রিটিশ মদতে এক ধরনের মধ্যযুগীয় সামন্ততন্ত্র বজায় রেখেছিলেন এ রাজ্যে। এখানে যে খালসা বা দেওয়ানি বন্দোবস্ত ছিল তা ভারতের অন্য অঞ্চলে রায়তোওয়াড়ি বন্দোবস্তের মতো। পাট্টাদার হলে এক দল রায়তের জমির উপর মালিকানা না থাকলেও নথিভুক্ত স্থায়িত্ব ছিল। শিকমদাররা নথিভুক্ত না হয়েও জমির প্রকৃত মালিক ছিলেন। জাগির জমির উপর কৃষকের কোনো অধিকারই ছিল না। এখানকার চাষিদের বেঠবেগারি প্রভৃতির মাধ্যমে প্রায় দাসের মতো জীবনযাপন করতে হত। অন্যদিকে কৃষির বাণিজ্যিকীকরণ হলেও মহাজন, ব্যবসায়ী ও দালালদের হাতেই তা কেন্দ্রীভূত ছিল। প্রকৃত চাষির কোনো লাভ ছিল না। ১৯৩০-এর মহামন্দা ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর অর্থনীতির চাপে কৃষকদের হাত থেকে জমি চলে যেতে থাকে এবং তাঁরা পরিণত হন অস্থায়ী কৃষকে।

সুমিত সরকার উল্লেখ করেছেন যে অন্ধ্র মহাসভার মধ্যে দিয়ে কাজ করে কমিউনিস্ট পার্টি অপরিমিত রেশন ব্যবস্থা, খাজনা বৃদ্ধি ও বেঠবেগারির বিরুদ্ধাচরণ করে। গ্রামাঞ্চলে তাদের শক্ত ঘাঁটি তৈরি হয়। ১৯৪৬-এর ৪ জুলাই থেকে শুরু হয় আন্দোলন। ঝাঁপিয়ে পড়ে নিজামের সৈন্য ও রাজাকার বাহিনী। আক্রমণের মুখে কৃষকরা গড়ে তোলেন শক্ত প্রতিরোধ। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে শুরু থেকে সশস্ত্র গেরিলা বাহিনী তৈরি হয়। দেশীয় রাজ্য হওয়ার জন্য প্রচুর পরিমাণ গাদা বন্দুক কিনতে পাওয়া যেত যা ব্রিটিশ ভারতে পাওয়া যেত না। অস্ত্র কেনার জন্য তহবিল সংগ্রহে বিপুল সাড়া পাওয়া যায়। সুন্দরাইয়ার বক্তব্য উদ্ধৃত করে সুমিত সরকার লিখেছেন, যে শুধু বিজয়ওয়াড়া থেকেই তিনদিনে উঠে এসেছিল ২০,০০০ টাকা। অন্যদিকে ভারতভুক্তির জন্য কংগ্রেস হায়দরাবাদের বাইরে থেকে নিজামকে চাপ দিতে থাকে। এই নিজাম বিরোধী মনোভাবকে কাজে লাগিয়ে কমিউনিস্টরা আন্দোলনকে আরও জঙ্গি করে তোলেন। 'সঙ্গম' গুলি ছিল চাষিদের সংগঠন। প্রকৃত অর্থেই কমিউনিস্টরা ছিলেন 'চিকাটি ডোরালু' বা রাতের রাজা। কমিউনিস্ট অধিকৃত গ্রামগুলিতে গেরিলা বাহিনী 'বেঠি' ও খৎবন্দি-শ্রমিক লোপ করে। কৃষি মজুরি বাড়ানো হয়, ঊর্ধ্বসীমার উপর জমি পুনর্বণ্টিত হয়। সেইসঙ্গে অস্পৃশ্যতা ও কুসংস্কার দূর করার চেষ্টা হয়। হায়দরাবাদের ভারতভুক্তির জন্য যখন সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের নির্দেশে ভারতীয় সৈন্যবাহিনী হায়দরাবাদে প্রবেশ করে, তখন অবস্থাটা পালটে যায়। প্যাটেল ছিলেন তীব্র কমিউনিস্ট বিরোধী, তাই সৈন্যবাহিনীর তীব্র আক্রমণে কমিউনিস্টরা পরাজিত হতে থাকে। ১৯৪৮-এর পরে গেরিলা সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া যে ঠিক হয়নি সেকথা কমিউনিস্টরা পরে স্বীকার করেছেন। উপরন্তু 'ইয়ে আজাদি ঝুটা হ্যায়' শ্লোগান তখন

সদ্য স্বাধীন ভারত মেনে নিতে পারেনি। উপরন্তু শহরবাসী শ্রমিক ও মুসলমানরা এর থেকে দূরে ছিলেন।

তেলেঙ্গানায় কমিউনিস্টদের পরাজয় ছিল ইতিহাস নির্ধারিত। কিন্তু তার পরোক্ষ প্রভাব ও ইতিবাচক সাফল্য কোনো অংশে কম নয়। পরবর্তী নির্বাচনে কমিউনিস্টরা সাফল্য দেখিয়েছিলেন। আজও তেলেঙ্গানা অন্ধ্রের মাওবাদী কমিউনিস্ট পার্টির এক বিরাট ঘাঁটি। তদুপরি তেলেঙ্গানার কৃষক বিদ্রোহ থেকে উঠে এসেছিল ভারতীয় মার্কসবাদের তাত্ত্বিক বিতর্ক। জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের মতাদর্শ ও কৌশল, ভারতীয় রাষ্ট্রের শ্রেণি চরিত্র প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হতে থাকে। দেখা দেয় আন্তঃপার্টি বিরোধ। এক পক্ষ যখন এই আন্দোলনকে বিপ্লবী আন্দোলন বললেন, অন্যপক্ষ তখন একে আখ্যায়িত করলেন সন্ত্রাসবাদী হিসাবে। কংগ্রেস সরকারও কমিউনিস্টদের পরাজয়ের পর CPI-এর প্রতি নরম মনোভাব গ্রহণ করলেন। ১৯৫১-তে আপাতত আন্তঃপার্টি বিরোধ মিটলেও এ. আর. দেশাই মনে করেন যে ১৯৬২-৬৩ খ্রিস্টাব্দে কমিউনিস্ট পার্টি সরকারিভাবে ভাগ হয়ে যাওয়ার মতাদর্শগত পটভূমিকা তখনই রচিত হয়।